পশ্চিমবঙ্গ সরকার

"জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন ২০১৩ সংক্রান্ত কিছু কথা"

প্রশ্ন - ১ ঃ খাদ্য সুরক্ষা আইন কী?

২০১৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন বলবৎ করেন। এই আইনের উদ্দেশ্য - সুলভ মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা প্রদান করা।

প্রশ্ন - ২ ঃ খাদ্য সুরক্ষা আইনে কী সুবিধা দেওয়া হবে?

খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় আসা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত পরিবারগুলির (Priority Household) সকল সদস্য মাথাপিছু মাসে ৫ কিলোগ্রাম করে খাদ্যশস্য (চাল ও গম বা আটা) পাবেন। আর অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার জন্য চিহ্নিত পরিবারগুলি (AAY Household) মাসে পরিবার পিছু ৩৫ কিলোগ্রাম করে খাদ্যশস্য পাবেন। খাদ্য সুরক্ষা আইনের পরিভাষায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত পরিবার ও অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার জন্য চিহ্নিত পরিবারগুলিকে একত্রে যোগ্য পরিবার বা (Eligible Household) বলা হয়। আমাদের রাজ্যে ৬ কোটি ১ লক্ষ লোককে পর্যায়ক্রমে এই সুবিধা দেওয়া হবে।

এছাড়াও অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার জন্য চিহ্নিত পরিবারগুলি ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত পরিবারগুলির মধ্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত ৩২৮.৫৮ লক্ষ মানুষকে মাসে মাথা পিছু ৫০০ গ্রাম ভর্তুকিযুক্ত চিনি কেজি প্রতি ১৩.৫০ টাকা মূল্যে বিতরণ করা হবে।

প্রশ্ন - ৩ ঃ খাদ্য সুরক্ষা আইনে কী দামে খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে?

খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় আসা যোগ্য পরিবারগুলি কিলোগ্রাম প্রতি ৩ (তিন) টাকা দরে চাল ও কিলোগ্রাম প্রতি ২ (দুই) টাকা দরে গম পাবেন।

প্রশ্ন - ৪ ঃ খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় আসা যোগ্য পরিবারগুলি কীভাবে চিহ্নিত হয়েছে?

ক) ২০১১ সালের আর্থ-সামাজিক ও জাতিগণনার বিভিন্ন সূচক অনুসারে আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিকে যোগ্য পরিবার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের আদেশনামা নং ১৯১৩-এফ.এস/সেক্রেটারিয়েট/ফুড/১৪ আর-০১/২০১৩, তারিখ, ১১ অগস্ট ২০১৪

ডিজিটাল রেশন কার্ড দেওয়া হবে এবং পুরোনো কার্ডে "NFSA কার্ড দেওয়া হল" - এই মর্মে স্ট্যাম্প দেওয়া হবে। পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষে যিনি নতুন কার্ডগুলি নেবেন তাকে প্রাপ্তি স্বীকার করে তালিকায় স্বাক্ষর করতে হবে।

যাদের নাম যোগ্য পরিবার তালিকায় থাকবে না, তারা যদি বিশেষ শিবিরে চলে যান, তবে তাদের বর্তমানে চালু রেশন কার্ডের ওপর "এটি NFSA কার্ড নয়" - এই মর্মে স্ট্যাম্প দেওয়া হবে। এই ধরনের বর্তমানে চালু রেশন কার্ডের মাধ্যমে এরপর থেকে কেবলমাত্র কেরোসিন তেল পাওয়া যাবে। খাদ্য সুরক্ষা আইনের ধারা অনুসারে প্রাপ্য খাদ্যশস্য বর্তমানে চালু রেশন কার্ডের মাধ্যমে পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন - ৭ ঃ যোগ্য পরিবার তালিকায় কার নাম আছে বা নেই তা কীভাবে জানা যাবে?

খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.wbpds.gov.in) যোগ্য পরিবার তাদের সদস্যদের তালিকা, পরিবারটি কোন শ্রেণীর (Category), নতুন রেশন কার্ড নম্বর ও কোন রেশন দোকান থেকে তারা রেশন নিতে পারবেন, সেই সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে।

সংশ্লিষ্ট জেলার প্রত্যেক ব্লক, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, মহকুমা ও জেলা খাদ্য নিয়ামকের দপ্তর থেকে এই তথ্য পাওয়া যাবে।

এছাড়াও, খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের কল সেন্টার প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে। ১৯৬৭ বা ১৮০০-৩৪৫-৫৫০৫, এই নম্বরে ফোন করে জনসাধারণ তাদের নাম যোগ্য তালিকায় আছে কিনা জানতে পারবেন। দুটি নম্বরই শুল্কমুক্ত (Toll-free)।

প্রশ্ন - ৮ ঃ অভিযোগ ও তার নিষ্পত্তিঃ

প্রত্যেক জেলায় জেলা শাসক দ্বারা মনোনীত একজন অতিরিক্ত জেলা শাসক জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের ১৫(১) ধারা অনুযায়ী জেলা অভিযোগ নিষ্পত্তি আধিকারিক (District Grievance Redressal Officer) হিসেবে কাজ করবেন। এই আইন অনুসারে যোগ্য পরিবারগুলি তাদের প্রাপ্য খাদ্যসামগ্রী না পেলে সেই মর্মে জেলা অভিযোগ নিষ্পত্তি আধিকারিকের কাছে আবেদন করতে পারেন। জেলা অভিযোগ নিষ্পত্তি আধিকারিক সেই আবেদনের শুনানি করে অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নির্দেশ করবেন। অভিযোগ নিষ্পত্তি আধিকারিকের আদেশের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে রাজ্য কমিশনের কাছে আপীল করা যেতে পারে।

এছাড়াও, খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের কল সেন্টার প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে। ১৯৬৭ বা ১৮০০-৩৪৫-৫৫০৫, এই দুই টোল-ফ্রী নম্বরে ফোন করে জনসাধারণ তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন।

প্রশ্ন - ৫ ঃ প্রাপ্য খাদ্যসামগ্রী কীভাবে পাওয়া যাবে?

১ নং ছবি

২ নং ছবি

৩ নং ছবি

যারা অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার জন্য চিহ্নিত হয়েছেন তাদের জন্য (১ নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে), অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত পরিবার (Priority Household Without Sugar) হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের জন্য (২ নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে) ও যারা অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত পরিবারের জন্য নির্ধারিত খাদ্যশস্য ও কম দামে ভর্তুকিযুক্ত চিনি পাবেন (৩ নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে), এই তিন ধরনের বারকোড যুক্ত ডিজিটাল কার্ড বিতরণ করা হবে। এই কার্ড পাওয়া যাবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। কেবলমাত্র এই কার্ড দেখিয়েই খাদ্য সুরক্ষা আইন অনুসারে প্রাপ্য খাদ্যসামগ্রী পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন - ৬ ঃ খাদ্য সুরক্ষা আইনের ধারা অনুসারে প্রাপ্য খাদ্যসামগ্রী পাওয়ার জন্য NFSA কার্ড কীভাবে পাওয়া যাবে?

আগেই বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন জেলায় এই সুবিধা সম্প্রসারিত করবেন। যে সব জেলায় যখন এই আইন চালু হবে, সে সময়ে ওই জেলার সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত/পুরসভায় বিশেষ শিবির আয়োজন করে নতুন রেশন কার্ড বিতরণ করা হবে। কবে কোথায় বিশেষ শিবির হবে সে বিষয়ে জেলা প্রশাসন থেকে প্রচার করা হবে।

নতুন ডিজিটাল কার্ড নেওয়ার জন্য যোগ্য পরিবার তালিকায় থাকা সংশ্লিষ্ট পরিবারের কোনও একজন সদস্যকে ওই পরিবার প্রত্যেক সদস্যের বর্তমানে চালু রেশন কার্ড নিয়ে ওই বিশেষ শিবিরে যেতে হবে। বিশেষ শিবিরের অনুসন্ধান কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা আধিকারিক যোগ্য পরিবারের তালিকায় থাকা ওই পরিবারের সদস্যের নাম মিলিয়ে দেখে পুরোনো রেশন কার্ডের ওপর নতুন ডিজিটাল রেশন কার্ড নম্বর ও কার্ডের শ্রেণী (Category) লিখে দেবেন। সেই কার্ড বিতরণ কাউন্টারে দেখালে ডিজিটাল রেশন কার্ড দেওয়া হবে এবং পুরোনো কার্ডে "NFSA কার্ড দেওয়া হল" - এই মর্মে স্ট্যাম্প দেওয়া হবে। পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষে যিনি নতুন কার্ডগুলি নেবেন তাকে প্রাপ্তি স্বীকার করে তালিকায় স্বাক্ষর করতে হবে।

যাদের নাম যোগ্য পরিবার তালিকায় থাকবে না, তারা যদি বিশেষ শিবিরে চলে যান, তবে তাদের বর্তমানে চালু রেশন কার্ডের ওপর "এটি NFSA কার্ড নয়" - এই মর্মে স্ট্যাম্প দেওয়া হবে। এই ধরনের বর্তমানে চালু রেশন কার্ডের মাধ্যমে এরপর থেকে কেবলমাত্র কেরোসিন তেল পাওয়া যাবে। খাদ্য সুরক্ষা আইনের ধারা অনুসারে প্রাপ্য খাদ্যশস্য বর্তমানে চালু রেশন কার্ডের মাধ্যমে পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন - ৭ ঃ যোগ্য পরিবার তালিকায় কার নাম আছে বা নেই তা কীভাবে জানা যাবে?

খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.wbpds.gov.in) যোগ্য পরিবার ও তাদের সদস্যদের তালিকা, পরিবারটি কোন শ্রেণীর (Category), নতুন রেশন কার্ড নম্বর ও কোন রেশন দোকান থেকে তারা রেশন নিতে পারবেন, সেই সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে।

সংশ্লিষ্ট জেলার প্রত্যেক ব্লক, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, মহকুমা ও জেলা খাদ্য নিয়ামকের দপ্তর থেকে এই তথ্য পাওয়া যাবে।

এছাড়াও, খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের কল সেন্টার প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে। ১৯৬৭ বা ১৮০০-৩৪৫-৫৫০৫, এই নম্বরে ফোন করে জনসাধারণ তাদের নাম যোগ্য তালিকায় আছে কিনা জানতে পারবেন। দুটি নম্বরই শুল্কমুক্ত (Toll-free)।

প্রশ্ন - ৮ ঃ অভিযোগ ও তার নিষ্পত্তিঃ

প্রত্যেক জেলায় জেলা শাসক দ্বারা মনোনীত একজন অতিরিক্ত জেলা শাসক জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের ১৫(১) ধারা অনুযায়ী জেলা অভিযোগ নিষ্পত্তি আধিকারিক (District Grievance Redressal Officer) হিসেবে কাজ করবেন। এই আইন অনুসারে যোগ্য পরিবারগুলি তাদের প্রাপ্য খাদ্যসামগ্রী না পেলে সেই মর্মে জেলা অভিযোগ নিষ্পত্তি আধিকারিকের কাছে আবেদন করতে পারেন। জেলা অভিযোগ নিষ্পত্তি আধিকারিক সেই আবেদনের শুনানি করে অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নির্দেশ করবেন। অভিযোগ নিষ্পত্তি আধিকারিকের আদেশের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে রাজ্য কমিশনের কাছে আপীল করা যেতে পারে।

এছাড়াও, খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের কল সেন্টার প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে। ১৯৬৭ বা ১৮০০-৩৪৫-৫৫০৫, এই দুই টোল-ফ্রী নম্বরে ফোন করে জনসাধারণ তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন।